দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 JUL 1998 পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৭

লাইব্রেরী

বইয়ের পাতা কাটবেন না

ক্লাস চলছে। শিক্ষক প্রশ্ন আর রেফারেন্স বই-য়ের নাম বলছেন। ছাত্র-ছাত্রী খাতায় লিখে নিচ্ছে। ক্লাস শেষে দে-ছুট লাইব্রেরীতে। এ্যাসাইনমেন্ট ও টিউটরিয়াল পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরী করতে হবে। কল নাম্বার দিতেই লাইব্রেরীয়ান 'ও-এই বই'। বইখানি হাতে পেয়ে সেকি আনন্দ! টেবিলের উপর বই। পিছন থেকে এক বন্ধু 'কিরে খুঁজে পেলি'। মানে? অন্য বন্ধুর ইশারায় কিছু না বলে চলে গেল। পাশেই ফটোকপির মেশিন। প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাগুলি ফটোকপি করে নিলে মন্দ নয়। কিন্তু, কি আশ্চর্য! বইয়ের সব কিছুই ঠিক, শুধু প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাগুলি নেই। এখন বুঝা গেল বন্ধুর 'কিরে খুঁজে পেলি' কথার মূল অর্থ। তখন অন্য কিছু ভেবে পিলে চমকে উঠেছিল। আবার দৃষ্টি গেল ফটোকপি মেশিনের দিকে। কতোই বা লাগতো এ পৃষ্ঠাগুলি ফটোকপি করতে, বেশী হলে দশ টাকা। টাকা বড় কথা নয়, কথা হচ্ছে আমাদের নৈতিকতার অভাব। আমতলা আর বটতলায় বসে বন্ধুদের নিয়ে দু'হাতে টাকা খরচ করার সময় কিছু আসে-যায় না। বই ফটোকপি করতে গেলেই পকেটে টাকা থাকে না। সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী লাইব্রেরীর বইয়ের পাতা কেটে নিয়ে যায়। এ কোন্ বিবেকবান মানুষের কাজ হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। দামী রেফারেন্স বই কেনা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক বই আবার দেশেই পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে দু'এক কপি থাকে। আর তার উপরই সকল শিক্ষার্থীকে নির্ভর করতে হয়। এরকম পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বের এ দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর বই থেকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা কেটে, অন্য শিক্ষার্থীদের জ্ঞানান্বেষণের পথ রুদ্ধ করার অধিকার কারও নেই। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীদের সত্তরটির মতো রেফারেন্স বইয়ের তালিকা দেয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীকে লাইব্রেরীর সাহায্য নিতে হয়। লাইব্রেরীর অধিকাংশ বইয়ের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা কেটে নেয়া হয়েছে। এতে কার ক্ষতি? একবার ভেবে দেখা দরকার আজ যারা লাইব্রেরীর বইয়ের পাতা কাটছে, আগামীতে তারই সন্তান হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হয়ে আসবে। বইতো আইসক্রীম নয় যে, ঘন্টাখানেক পর আইস পানি হয়ে যাবে। একটি বই যুগ যুগ ধরে শিক্ষার্থীর উপকারে আসে। রামায়ণ মহাভারত, ইলিয়াড-ওডিসি সেই কবে রচিত হয়েছিল; কিন্তু আজও এইসব বইয়ের কাহিনী অবলম্বনে নতুনভাবে রচিত হচ্ছে 'মেঘনাদবধে'র মতো মহাকাব্য। শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে আরও ভিন্নরূপে উপস্থাপন করবে এসব বইয়ের কাহিনী। উইপোকা মারার ঔষধ আছে। কিন্তু যে মানুষ বই রচনা করে, সেই মানুষই আবার বই ধ্বংস করছে। মানুষের মনের এ হীনমন্যতা দূর করার ঔষধ কে আবিষ্কার করবে? বিশ্ব যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন আমরা নিজেদের জ্ঞানের ভান্ডার টুকরো টুকরো করে জ্ঞানার্জনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। একবিংশ শতাব্দীর নিশান উত্তোলনের পূর্বেই আমাদের শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আর এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকেও নিতে হবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

❑ রাশেদুল আনাম